চিন

একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন

সম্পাদনা
মইনুল হাসান
মানব মুখার্জি

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

২০০৭-এর ৬ জানুয়ারি আমাদের চিন : একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন বইটি প্রকাশ করেছিলেন গণআন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড বিমান বসু, কলকাতা প্রেস ক্লাবে। সত্যি বলতে কি, এই জানুয়ারিতে, মাত্র একটা বছর পার হতে না হতেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য ভূমিকা লিখতে হবে এটা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। আরও আশ্চর্য্য আমাদের কাছে যে, বিগত ৩-৪ মাস বইটি বইবাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে, চিন সম্পর্কে বাঙালি পাঠকদের চিরকালীন অনুসন্ধিৎসা বোধহয় এর অন্যতম কারণ। পৃথিবীর বহু চিন বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদের মননগ্রাহী লেখা পাঠকরা তাদের সংগ্রহে রাখার জন্য আকুল ছিলেন। তাছাড়া এটি তথ্যসমৃদ্ধ পরিশিষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম—যেটা নানাভাবে পাঠকদের কাজে লেগেছে। বইটির প্রতি শ্রদ্ধেয় পাঠকরা যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তার জন্য প্রথমেই তাদের আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রথম সংস্করণেই উল্লেখ করেছিলাম, অনেকগুলো লেখা ইংরেজিতে লেখা এবং তা বাংলায় ভাষান্তর করতে হয়েছে। আমাদের বন্ধুরা এ ব্যাপারে খুবই কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করেছিলেন, আমরা তাড়াহুড়োর মধ্যেও ছিলাম সে সময়। ইচ্ছা থাকলেও অনেক ভাষান্তর সহজ অথবা বোধগম্য হয়নি। এবারে এগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের লেখকদের আমরা সবিনয়ে জানিয়েছিলাম এই দ্বিতীয় সংস্করণের কথা। আবেদন করেছিলাম তাঁদের লেখাগুলিতে যে সমস্ত তথ্যাবলিযুক্ত আছে তাকে সময়োপযোগী করার সুযোগ থাকে তাহলে সেটা গ্রহণ করতে, তার কারণ আমরা সবাই জানি প্রতি সময়েই নতুন- নতুন তথ্য গবেষকদের হাতে এসে থাকে। সকলেই এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন—তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সম্প্রতি চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে বেজিং শহরে। এই পার্টি কংগ্রেস নতুন পার্টি নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছেন। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে যে সাধারণ তথ্য পরিশিষ্টে দেওয়া ছিল সেটা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে—পার্টি কংগ্রেসের প্রতিবেদনেই

সেটা পাওয়া গেছে। সে কারণে সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসের পর প্রাপ্ত তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স অব চায়না প্রতি বছর গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। প্রথম সংস্করণে ২০০৫ সালের তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ২০০৬ সালের তথ্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে এবং আমাদের হাতে এসেছে। ২০০৫ সালের পুরোনো তথ্যগুলি পালটে ২০০৬ সালের নতুন তথ্যগুলি এই সংস্করণে সংযোজিত হল।

আগেই বলেছি চিনের সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল ২০০৭-এর অক্টোবর মাসে। আর একবার সমগ্র পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাদের আনুগত্য জানিয়েছে। মাও সে তুঙের চিন্তাধারা, দেঙ জিয়াও পিং-এর নির্দেশিত পথ ধরে, চিনের বৈশিষ্ট্যকে সঙ্গে নিয়ে তারা উন্নততর সমাজ এবং মানুষের সন্ধান করবেন সেটা জানাতে ভুলে যাননি।

সপ্তদশ কংগ্রেসে মূল যে কয়েকটি কথা আলোচিত হয়েছে সেটা সংক্ষেপে জানাতে চাইছি—উন্নয়নের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার সময়, বলা হয়েছে মানুষই হবে উন্নয়নের মধ্যমণি, সংহত ও ধারাবাহিক উন্নয়নের এটা শুধু শর্ত হবে তাই না, হবে আদি প্রস্তাবনা। এই প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত করা হয়েছে এভাবে যে বৈষম্য এখনও চিনে রয়েছে, সেটা কমাতে হবে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য কমাতে হবে তাই না—গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য কমাতে হবে, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বৈষম্য কমাতে হবে। শ্রমজীবী মানুষ ও অশ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বৈষম্য কমাতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদে সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কিছুদিন আগে ষড়শ কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিশেষ অধিবেশনে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছিল—সপ্তদশ কংগ্রেসের আলোচনার সময় উন্নয়নের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে গিয়ে আর একবার এই সমাজ গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মূল রিপোর্টে বলা হয়েছে We must accelerate social development with improving people's livelihood as the priority, ensure and improve people's livelihood advance social restructuring, expand public services, improve social management, properly handle contradictions among the people, promote social equity and justice and advance the building of a harmonious socialist society. আসলে মানুষের উন্নয়নই মূল কথা।

চিনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আমাদের গ্রন্থে বিস্তারিত তথ্য আছে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে মাথা পিছু আয়-কে ৪ গুণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে optimizing the economic structure improving economic returns while reducing consumption of resources and protecting the environment.

হু জিন তাও—তাঁর প্রতিবেদন পেশ করা কালীন দীর্ঘ বক্তৃতা'র সময় 'গণতন্ত্র' শব্দটি ৬০ বারের বেশি ব্যবহার করেছেন। সারা পৃথিবীব্যাপি এটি সংবাদপত্রগুলিতে একটা বড়ো খবর হিসাবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু কয়েকটি শব্দ, যা উচ্চারিত হয়েছে চিনের পার্টি কংগ্রেসের প্রতিবেদনে সেটা বলে দিলেই শুধু চিনের বর্তমান মনোভাব নয়, সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের গণতন্ত্র সম্পর্কে কী ধারণা সেটা বলা হয়ে যায় people's democracy is the livelihood of democracy.

এই পার্টি কংগ্রেসেই পার্টি গঠনতন্ত্রে কিছু সংশোধন আনা হয়েছে। সংশোধনগুলি ছোটো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে সার্বিক উন্নয়ণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাকে একের মধ্যে চার বলা হয়—সমগ্র বিষয়টিকে নতুন ভাবে পার্টি গঠনতন্ত্রে যুক্ত করা হয়েছে।

বলা হয়েছে— We must integrate the leadership of the party, the position as masters of the country, and the rule of the law, and take the path of political development under socialism with chinese characteristics, we must uphold and improve the system of self-governence at the primary level of society, respect and safeguard rights, and establish sound systems and procedures of democratic election, decision-making, administration and oversright we must adhere to Marxism as our guiding ideology, foster the common ideal of socialism with chinese characteristics, promote patriotism—centered national spirit and the spirit of the times centering on reform and innovation and advocate the socialist maxims of honour and disgrace.

আর একটি বিষয় এই প্রথম চিনের পার্টির গঠনতন্ত্রে স্থান পেয়েছে তা হল ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়। বলা হয় ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। কারও ব্যক্তিগত ধর্মাচরণে কোন বাধা দেওয়া হবে না।

আমরা আগেই বলেছি চিন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছে। কিন্তু সারা পৃথিবীর কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় যে, মানুষের ভালোর জন্য, উন্নয়নের জন্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের জন্য কিভাবে তারা লড়াই করে যাচ্ছে। চিনকে যদি একটা মডেল হিসাবেও না দেখি তবুও বলা যায় চিনের কাছে শিক্ষা নেওয়া আজ সকলের জরুরি। তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ, মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ, মানুষকে শিক্ষিত করা নিয়ে যে আন্দোলনের মধ্যে তারা রয়েছেন সেটাকে স্মরণ করতে হবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রথম সংস্করণের মতো দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকদের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হবে না। পুনশ্চ'র কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই।

কলকাতা
জানুয়ারি, ২০০৮

মইনুল হাসান
মানব মুখার্জি

moinulhassan@hotmail.com
manab@hotmail.com

ভূমিকা

বিপ্লবের পর চিনের অর্থনীতির লং মার্চ চিনের প্রাচীরের মতোই বিস্ময়জনক। চিনে বিপ্লবের ঠিক পরেই অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি হয় কৃষি সমবায়ের মধ্য দিয়ে, যা পরবর্তী সময়ে পরিবর্ধিত হয় কমিউন সংগঠনে। এর পাশাপাশি ছিল ভারী শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা। চিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা, বিশেষত কমিউন ব্যবস্থা গোটা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, উৎসাহেরও সৃষ্টি করে। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া একটি অর্থনীতির পক্ষে উন্নয়নের এ পথ ছিল কঠিন। কিন্তু দেড় দশকের মধ্যে চিন তার একশো কোটি মানুষকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অনাহারের গভীর অন্ধকার থেকে তুলে আনতে অনেকখানি সক্ষম হয়েছিল। হাজার বছর ধরে আফিম আর কনফুসিয়াসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চিনে ঘটেছিল এক মহাজাগরণ।

উন্নয়নের সঠিক পথ কী— এ নিয়ে বিতর্কের পরিসীমা ছিল না। বিতর্ক ছিল বাইরে, বিতর্ক ছিল পার্টির অভ্যন্তরে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ বিতর্ক জন্ম দিয়েছিল আন্তঃপার্টি সংগ্রামের। অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছিল চিনের কমিউনিস্ট পার্টি। অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ— 'সদর দপ্তরে কামান দাগো' স্লোগান— পার্টিকে সরিয়ে 'রেডগার্ড'দের সবকিছুর ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা। এই ছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লব— 'স্বর্গের নীচে মহা বিশৃঙ্খলা'।

মাও-এর মৃত্যুর পর চিন পেছনে ফিরে দেখবার চেষ্টা করল। সাফল্যই বা কতটা, ভুলভ্রান্তিই বা কী। কমিউন উৎসাহ সত্ত্বেও উৎপাদন বাড়াতে পারেনি, বরং জন্ম দিয়েছিল দেশে এক প্রায় দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির। তারা বুঝেছিল সমাজতন্ত্রের এই মডেল সমাজতন্ত্র না— ওপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এক সাম্যের চেষ্টা মাত্র। 'সবাইকে ভাগ করে নিতে হবে বড়ো এক পাত্র থেকে' — এই নীতি উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, অর্থনীতিতে ডেকে এনেছিল মন্দা। 'দীর্ঘ উল্লম্ফন' ছিল আসলে অর্থনৈতিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব নিয়মগুলোকে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র মনোগত ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা। যা ছিল অবাস্তব, যা ছিল অসম্ভব। একাদশ কংগ্রেসের তৃতীয় প্লেনামে শুরু হল চিনের দিক পরিবর্তন। সোভিয়েতের সংকট তখন শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ব অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন সোভিয়েত ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রবণতাগুলি তখন

স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের পর গোটা ব্যবস্থাটাই এগিয়ে গেল দ্রুত ভাঙনের দিকে। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি ভাবতে শুরু করল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত একটি পৃথিবী, যেখানে পুঁজিবাদ ঘিরে রেখেছে সমাজতন্ত্রকে, সেখানে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাই কি হবে সমাজতন্ত্রের একমাত্র কাঠামো? পরবর্তী সময়ে তাদের অর্থনৈতিক নীতি চূড়ান্ত করতে গিয়ে চিন হাজির করল সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির ধারণা। যেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় রেখেই তারা অনুমোদন করল মালিকানার অন্যান্য রূপগুলোকে, ব্যক্তিপুঁজি এমনকী বিদেশি পুঁজিকেও। সাবধানতার সাথে পৃথিবীর বুকে তারা প্রথম গড়ে তুলল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ)। বিদেশি বিনিয়োগের সাথে বিদেশি কারিগরি জ্ঞানকে আত্মস্থ করার এই প্রচেষ্টায় চিনের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক। রাষ্ট্র-নির্ধারিত পরিসীমার মধ্যে বাজার ব্যবস্থাকে বিকশিত করতে দিয়ে তারা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের এক বিস্ময়জনক নজির তৈরি করল। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য অনুযায়ী চিনে সমাজতন্ত্র এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। দীর্ঘ সময় তাদের লাগবে উন্নত সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে পৌঁছোতে! এ সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পথ যা, সে দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিবেচনায় রেখে নির্ধারিত হবে— চিনা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাদের মূল কথাটি এই।

চিনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আশঙ্কিত করছে পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক দেশগুলোকে। চিনের অগ্রগতি একমেরু বিশ্বে জন্ম দিচ্ছে বহুমেরুত্বের সম্ভাবনা। কিন্তু চিনের এই অগ্রগতির পথ কি সমস্যামুক্ত? চিনের নেতৃত্বও সে-কথা বলছেন না। চিনের অভ্যন্তরে জন্ম নিচ্ছে নানা স্তরের বৈষম্য। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি তা অকপটে স্বীকারও করছে এবং তা সমাধান করারও উদ্যোগ নিচ্ছে।

চিন তার অগ্রগতি ও সমস্যা, সব নিয়েই আজ পৃথিবীর সবচাইতে আকর্ষণীয় বিতর্কের বিষয়বস্তু। এই সংকলন সেই বিতর্ককে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা। কারণ, আজ চিন সম্পর্কে বিতর্কটাই বাস্তব। শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?'

জানুয়ারি,২০০৭
কলকাতা

সুকোমল সেনগুপ্ত

মুখবন্ধ

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, এমন একটা সংকলন প্রকাশ করার ইচ্ছা আমাদের বহুদিনের। তার প্রধান ভিত্তি ছিল, সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা, শিক্ষা আন্দোলন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত সকলের চিন সম্পর্কে অপার আগ্রহ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী পথ'-এ কিছুদিন আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমরাও তাতে লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেটা প্রকাশিত হবার পর সকলের প্রত্যাশা যেন আরও উসকে দেওয়া হয়। অনেকেই আমাদের জানান এ ব্যাপারে একটা পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশ করার— যাতে আমাদের বাংলা-ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বেশি করে পৌঁছোবার সুযোগ হয়। তারই ফসল হিসাবে আজকের সংকলনটি।

সারা পৃথিবীতে চিন এখন একটা জিজ্ঞাসা, একটা পরীক্ষা, একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশ, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব, নতুন ভাবনার আধার এবং পৃথিবীর কূটনৈতিক আবহাওয়ায় ভারসাম্য তৈরির অন্যতম অংশীদার হিসাবেও চিহ্নিত। বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দর্শনে চালিত হয়ে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে সাধারণ, সহজলভ্য, গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলোকে পৌঁছে দেবার সময় তথাকথিত বাঁধাধরা ছকের মধ্যে নিজেদের রাখতে পারেনি। মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং দায়বদ্ধতা তাদের বাধ্য করেছে সামনের দিকে তাকাতে, নতুন পৃথিবীর দিকে তাকাতে, নতুন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের পালটাতে, আবার পালটাবার জন্য সময় রাখতে। কোনো দোদুল্যমানতা না রেখে বলতে পেরেছে তাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, কমিউনিস্ট পার্টি, মাও জেদঙ, দেঙ জিয়াওপিঙ সব থাকবে। কিন্তু সেটা হবে চিনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। মার্কসবাদীরা আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস করেন, সেটাই পৃথিবীর অগ্রগামী দাবি। কিন্তু নিজের দেশের ভূগোল, আচার, ঐতিহ্য, জনগোষ্ঠীর ভালোমন্দকে বাদ দিয়েও কমিউনিস্ট পার্টিও তার কাজ চালাতে পারে না, অথবা সেটা করতে গেলে দেশের মধ্যে

বাস্তবসম্মত হবে না। তাই চিনের পার্টি তাদের চারটি নীতির মধ্যে নিজের দেশের বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করে মার্কসবাদী চিন্তায় নতুন অবদান রাখতে পেরেছে। আবার নিজেদের অভিজ্ঞতায় তারা তত্ত্বকে বুঝতে গিয়ে দেখেছেন চিন এখন অনেক পিছনে— সমাজতন্ত্র মানেই সব সমস্যার সমাধান নয়, সমাজতন্ত্র মানেই শ্রেণিদ্বন্দ্বের অবসান নয়, সমাজতন্ত্র প্রথমেই সামাজিক স্তরের সবচেয়ে উন্নত পর্যায় নয়। সে কারণে তারা বলতে পেরেছেন তারা সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে আছেন। চিনের সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে আগামী ২০৫০ সাল পর্যন্ত চিন কোন দশকে সমাজতন্ত্রের কোন পর্যায়ে থাকবে। অর্ধশতাব্দী আগে এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার কোনো সময়ই ছিল না। অযথা কালক্ষেপ করা বলে চিহ্নিত হত। কিন্তু মুক্তচিন্তার আঙিনায় দাঁড়িয়ে যে কোনো জটিল ও গৃহীত তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণিদ্বন্দ্ব, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির রূপ, রাষ্ট্র ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক, শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব এবং সমাজতন্ত্র আসলে কী তা নিয়ে আলোচনার পৃথিবীব্যাপী সুযোগ তৈরি হয়েছে তাতে চিনের পার্টির অবদান স্বীকার না করে উপায় নেই। ১৩০ কোটি মানুষের দেশ, যারা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লব করেছে, যারা হাতে-কলমে সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে— পৃথিবীর এমন আলোচনায় তাদের ইতিবাচক অবদান অবশ্যই আছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ভেঙে পড়া। তখন সারা পৃথিবীতে একটাই প্রশ্ন, এরপর চিন কবে? কিন্তু তা যখন হল না এতদিনেও তখন সারা পৃথিবীর তাত্ত্বিকমহল এবার ঘুরে দাঁড়াল অন্য আলোচনায়— সোভিয়েত ইউনিয়নবিহীন পৃথিবীতে চিরন্তন তত্ত্বগুলির অবস্থান ও বিকাশ কেমন করে হবে এবং তার গতি-প্রকৃতি নিরূপণ নিয়ে। সবার দৃষ্টির সামনে তখন চিন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সবক্ষেত্রে। সে কারণেই তাত্ত্বিক বিষয়ের বাস্তব আলোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে আছে চিন সম্পর্কে। পৃথিবীর আধুনিক দর্শনগুলির সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রেও বড়ো আলোচনার বিষয়বস্তু দেশটি। স্বাভাবিক কারণেই অনেকদিন থেকে চিনের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করছি, বহু-জনের সঙ্গে কথা বলছি— সারা পৃথিবীতে চিন সম্পর্কে যে বৌদ্ধিক কাজগুলি হচ্ছে তার সম্ভবমতো খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করছি। মতামতে বৈপরীত্য মনে রেখেই আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চিন কতখানি শক্তিশালী এবং দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে তার একটা সাম্প্রতিককালে পাওয়া রূপরেখা দিতে চেয়েছি। বিশাল জনসংখ্যা, বিপ্লবের আগে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হয়েছে আগ্রাসী দেশগুলোর বিরুদ্ধে— তারপরেও এমন অগ্রগতি—তত্ত্বের প্রতি দায়বদ্ধতা ছাড়া হতে পারে না।

এখন বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ৮১৮৯ বিলিয়ন ডলার। গতবারের চাইতে ২০৮৯ বিলিয়ন ডলার বেশি। সংখ্যাতাত্ত্বিক বৃদ্ধি দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যাবসা-বাণিজ্যের চেহারা কী। রপ্তানি-বাণিজ্য বেড়েছে অনেক। বাণিজ্য ঘাটতি নেই— উদবৃত্ত। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে সম্পদ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। ২০০৪ সালের চাইতে ২০০৫ সালে কর বাবদ আয় বেড়েছে ২০ শতাংশ— এর মধ্যে কৃষিকর যুক্ত নেই। বড়ো শিল্পগুলি ২০০৪ সালের তুলনায় ২০০৫ সালের ২২৬ শতাংশ গড়ে তাদের লাভের মাত্রা বাড়িয়েছে। চিনে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম। কিন্তু

সূচিপত্র

দেঙ জিয়াওপিঙ ও চিনের সংস্কার	অনিল বিশ্বাস	১
চিন : সমাজতন্ত্রে রূপান্তর না পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন	সামির আমিন	৭
চিনে 'ধনতান্ত্রিক' পুনর্গঠন	ইচিং উ	২৩
১৯৭৮ উত্তর চিনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব : রাষ্ট্র এবং বাজারের সম্পর্ক	লিপিং হে	৩৯
চিনে পারিবারিক আয় ও তার বণ্টন : ১৯৯৫ থেকে ২০০২	আজিজুর রহমান খান এবং কার্ল রিসকিন	৪৫
আজকের দুনিয়ার চিন	জি পি দেশপাণ্ডে	৬৭
চিন ও ভারত : অতীতের পর্যালোচনা, ভবিষ্যতের রূপরেখা	অমিয়কুমার বাগচি	৭৪
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাতে চিন — লগ্নিপুঁজি ও ফাটকা পুঁজির নিয়ন্ত্রণ	সুনন্দা সেন	৯২
গণচিনের সমাজতন্ত্র	রতন খাসনবিশ	১০৩
চিন ও ভারতের অর্থনীতির মিল-অমিল	সি পি চন্দ্রশেখর ও জয়তী ঘোষ	১২৬
চিনের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য এবং কিছু প্রশ্ন	ঈশিতা মুখোপাধ্যায়	১৫৫
চিন : বাস্তব থেকে সত্য	গৌতম দেব	১৬৭
বর্তমান সময় ও চিনের কূটনীতির গতিপ্রকৃতি	নীলোৎপল বসু	১৭৭
চিনে গণতন্ত্রের বিকাশ	দেবাশিস চক্রবর্তী	১৮৬
চিনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর কয়েকটি ভাবনা	প্রভাত পট্টনায়ক	১৯৪
সৃজনশীলতার সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগে চিনের পরীক্ষানিরীক্ষা	শ্রীদীপ ভট্টাচার্য	১৯৮
চিনে সমাজতন্ত্র : মাও জেদঙ থেকে হু জিনতাও	মইনুল হাসান	২১৭
চিন : একটি পরীক্ষা	মানব মুখার্জি	২৪০

সহায়ক তথ্য ২৬৫-২৯৮
চিন : দেশ-ইতিহাস-অর্থনীতি-পার্টি ২৬৭
আধুনিক চিন : কালপঞ্জি ২৭২
চিনের কমিউনিস্ট পার্টি : সাধারণ তথ্য ২৮৯
গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক রিপোর্ট - ২০০৬ ২৯১

আধুনিক চিনের প্রধান চরিত্রগুলি ২৯৯-৩১৯
সান ইয়াৎ-সেন ২৯৯
মাও জেদঙ ৩০০
চিয়াঙ কাইশেক ৩০২
ঝৌ এনলাই ৩০৪
মার্শাল ঝু দে ৩০৫
লি শাওকি ৩০৬
পেঙ দেহুয়াই ৩০৭
লিন বিয়াও ৩০৮
জিয়াঙ কিঙ ৩১০
দেঙ জিয়াওপিঙ ৩১১
হুয়া গুয়োফেঙ ৩১৩
হু ইয়াওবাঙ ৩১৪
ঝাও জিয়াঙ ৩১৪
লি পেঙ ৩১৬
জিয়াঙ জেমিন ৩১৭
হু জিনতাও ৩১৮

পরিশিষ্ট
লি শাওকি-কে পার্টি থেকে বহিষ্কার বিষয়ক বিবৃতি ৩২০
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ১৬ দফা কর্মসূচি ৩২২
লিন বিয়াও-এর মৃত্যু সম্পর্কে চিনের সরকারি বিবৃতি ৩২৮
কমরেড মাও জেদঙের ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং মাও জেদঙ-চিন্তাধারা সম্পর্কে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন ৩২৯
সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন ৩৩৩
চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ষোড়শ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ প্লেনামের বিবৃতি ৩৩৬

নির্ঘণ্ট ৩৪১-৩৫৮

দেঙ জিয়াওপিঙ ও চিনের সংস্কার

অনিল বিশ্বাস

'প্যারিস ম্যাচ'-এর ২৪ জুন (১৯৯৪) সংখ্যার ক্রনিক দ্যা লাঁ ২০০০ শীর্ষক কলামে প্রাক্তন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ভালোরি জিসকা দিস্‌তা-কে লিখতে আমন্ত্রণ করা হলে তাঁর বক্তব্যে এই উক্তিটি ছিল : "এই হল চিন, প্রকাণ্ড এবং বিস্তৃত; কোলাহলময় এবং রহস্যে ঘেরা; এই যেখানে একবিংশ শতাব্দীর এক বড়ো অংশ উন্মোচিত হবে। আমার সাম্প্রতিক চিন ভ্রমণের পর আমি উপলব্ধি করতে শুরু করেছি আগামী শতাব্দী সম্ভবত এখানেই সমাপ্ত হবে।"

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জিসকা-র মতো দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা চিনের বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে সারা বিশ্ব চিনের দিকে চোখ মেলে আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে পড়ার ও পূর্ব ইউরোপ নাটকীয় উত্থানপতন-এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর, অনেকের ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা প্রমাণিত করে চিনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো পড়ে যায়নি। বরঞ্চ চিনের অর্থনীতিতে শ্রীবৃদ্ধি হয়েই চলেছে এবং দৃশ্যগ্রাহ্য পরিবর্তন দিন দিন চোখে পড়ছে। বিগত পনেরো বছরে চিনের মোট জাতীয় উৎপাদন (জি এন পি) বছরে গড়ে আট শতাংশ হারে বেড়েছে যা একই সময়কালে বিশ্বের জাতীয় মোট উৎপাদন গড়ের পাঁচ শতাংশ বেশি। অর্থনীতির বিস্তৃতি ঘটেছে ১৯৯২ সালে ১৩.২ শতাংশ এবং ১৯৯৩ সালে প্রায় একই গতিতে, ১৯৯৪ সালে আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১৩ শতাংশে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্যে সাবেক ৩২তম স্থান থেকে বিশ্বের ১১তম স্থানে

লেখক • প্রয়াত। পলিটব্যুরো সদস্য-ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। এই লেখাটি প্রকাশিত হয় 'গণশক্তি' পত্রিকায়, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে দেঙ জিয়াওপিঙ-এর মৃত্যুর পরের দিন।

দেশটি উঠে এসেছে। একশো দশ কোটির বেশি জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট খাদ্য ও বস্ত্র জোগানের দুরূহতম সমস্যাগুলির মোটামুটি সমাধান করে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ চিন এখন একটি মোটামুটি সচ্ছল সমাজ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। দেশটি এত দ্রুত বিকাশলাভে সমর্থ হল কেন? এই সাফল্যের গোপন মন্ত্রগুলি কী?

যে কোনো চিনদেশীয়র কাছে এই প্রশ্ন রাখা হলে উত্তরটি শেষ পর্যন্ত একটি ব্যক্তির নামে এসে দাঁড়াবে: দেঙ জিয়াওপিঙ, চিনের সংস্কার ও উন্মুক্তকরণের মূল স্থপতি। বিগত পনেরো-ষোলো বছরে তাদের জীবনে যে অভাবিত পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কে প্রত্যেক নরনারীর কিছু হলেও বলার আছে। চিনের অর্থনৈতিক মোড়-খাওয়া সম্বন্ধে তাদের ধারণা ও দেঙ সম্পর্কে তাদের মতামত অভিন্ন।

এসব কীভাবে শুরু হল

সিচুয়ানের প্রত্যন্ত দেশে ১৯০৪ সালে জাত দেঙ জিয়াওপিঙ-এর সামনে ছিল একটি দুঃসাহসিক জীবন। ১৬ বছর বয়সে তিনি কাজ করে পড়াশোনা করার একটি কার্যক্রমে ফরাসি দেশে গেলেন, সেখানে একটি লোহা ও ইস্পাত কারখানায় ফাই ফরমায়েশির কাজ, একটি মোটরগাড়ি মেরামতি কারখানায় জোড়া দেওয়া, ফরাসি রেলসংস্থায় কয়লা ঠ্যালা ও রেস্টুরেন্টে পরিবেশনকারীর কাজ করেন। পড়াশোনার জন্য তিনি একমাত্র সময় পেতেন কাজের পর। এই অবস্থায় তিনি একজন মার্কসবাদী ও বিপ্লবী হলেন ১৮ বছর বয়সে। তারপর থেকে তিনি চিনের স্বাধীনতা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য লড়াই করে গেছেন।

দেঙ ১৯২৭-এ চিনে ফিরে এলেন এবং চিনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান হলেন। এখানকার গুয়াঙবিস স্বশাসিত অঞ্চলে একটি সামরিক শক্তি গড়ে তোলেন। বিখ্যাত 'লং মার্চ'-এ অংশ নেন এবং সি পি সির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি-জেনারেল-এর গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন। পিপল্‌স রিপাবলিক অব চায়নার ভিত্তি স্থাপনে ও বিকাশে তাঁর অবদান অনেক। কয়েকটি বিষয়ে তাঁর অবস্থান স্থির থাকায় তাঁকে তিনবার ক্ষমতাচ্যুত করা হলেও তিনি কখনোই যা বিশ্বাস করতেন, তা ত্যাগ করেননি। অবশ্য তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচিতি ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত "সাংস্কৃতিক বিপ্লব"-এর ফলে সৃষ্ট ধ্বংস থেকে দেশকে বের হবার পথ দেখানোর এবং পরবর্তী সময়ে চিনকে অর্থনৈতিক সংস্কার ও বহির্বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করার কাজ পরিচালনা করার জন্য। তাঁকে 'টাইম' পত্রিকায় ১৯৭৮ ও ১৯৮৫ সালে বছরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলা হয় এই কারণে যে, ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তনে অন্য যে কোনো ব্যক্তির বা ঘটনার চেয়ে সংস্কার সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা অনেক বেশি বাস্তবোচিত ছিল।

চিনের মতো বিরাট দেশকে নেতৃত্ব দিতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে একটি সুসংবদ্ধ নীতি ধরে থাকতে হয়। "শ্রেণিসংগ্রামকে মূলপথ হিসেবে নেওয়ার" নীতি পিপল্‌স রিপাবলিককে প্রথম বছরগুলিতে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। "সাংস্কৃতিক বিপ্লব" শ্রেণিসংগ্রামের ধারণাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে মুখ থুবড়ে পড়ার পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং এর ফলে এই সময়ে অন্যান্য যে সমস্ত দেশ বিকাশ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল চিন তাদের অনেক পেছনে পড়েছিল। "সাংস্কৃতিক বিপ্লব"-এর পরে দেঙ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেন। তিনি ১৯৭৮ সালে "অর্থনৈতিক গঠনকে কেন্দ্র" করে এক নতুন নীতির প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনে দেন। যে দেঙ ১৯৭০ সালে

ধনবাদের পথিক বলে চিত্রিত হয়ে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তাঁরই হাতে অর্পিত হয় চিনের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব। সমাজতান্ত্রিক চিনের ইতিহাসে এটা মোড় ফেরানো ঘটনা। দেঙ-এর প্রস্তাব তারপর থেকেই চিনের সমাজের অন্তর্নিহিত উৎপাদন শক্তির মুক্তি ও বিকাশের এবং চিনের বৈশিষ্ট্যসহ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার রূপরেখা হয়ে আছে।

"প্রথমে নুড়িকে পরীক্ষা করে ও পা ফেলে নদী পার হও"

চিনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় মাও "গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলা ও তারপর দখল করা"-র নীতিকে তুলে ধরে থাকতেন। একইভাবে দেঙ জিয়াওপিঙ তাঁর সংস্কারের চিন্তাভাবনাকে চিনের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে প্রয়োগ করলেন। এবং তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ কী ছিল? চিনের জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগ প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে বাস করে এবং কৃষিই অর্থনীতির ভিত্তি হয়ে আছে। কৃষি সংস্কারের প্রথমদিকে কৃষকরা কোনো কোনো এলাকায় সমষ্টির অধিকারে থাকা জমির টুকরো চুক্তি করে নিত। ফসলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেল, কিন্তু নতুন ব্যবস্থাগুলি "পুঁজিবাদী পথ নেওয়া হচ্ছে" বলে কিছু লোকের দ্বারা সমালোচিত হল। দেঙ জিয়াওপিঙ নতুন অর্থনৈতিক উদ্যোগের পাশে রইলেন এবং সরকারের নিচের স্তরে পার্টি নেতাদের নতুন নীতিকে অনুধাবন করতে ও উন্নত করতে বললেন। পারিবারিক চুক্তির ব্যবস্থার দ্রুত পতন হল এবং সারা প্রত্যন্ত প্রদেশ জুড়ে তা নিয়ে যাওয়া হল। তুলনাহীন গতিতে কৃষির বিকাশ ঘটল এবং নতুন বৃদ্ধির সাথে যুক্ত হল অসংখ্য শহরতলীয় উদ্যোগ, Town & Village Enterprise (TVEs) যার উৎপাদন অতি দ্রুত চিনের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়াল। চিনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহাবস্থান, রাষ্ট্রায়ত্ত, সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত ও বিদেশি মূলধনি ব্যাবসার এক মিশ্র ব্যবস্থা একটি পণ্য অর্থনীতির রূপ দিতে সক্ষম হল। একদা বাইরের বিশ্বের কাছে রুদ্ধদ্বার চিন প্রায় প্রত্যেকদিনেই পরিমাপযোগ্য অর্থনৈতিক লাভ সৃষ্টি করে চলেছে। শত শত লক্ষ কৃষক সম্পদশালী হচ্ছে — যা এমন একটি বিরাট গ্রামভিত্তিক জাতির পক্ষে ছোটোখাটো অঘটন।

গ্রামাঞ্চলের সংস্কারের এই সাফল্য সর্বত্র জনসাধারণকে উৎসাহিত করে। সংস্কারের বিশ্বাস বাড়ে। অনেক ব্যক্তি বিশেষ তাদের চারপাশের পরিস্থিতির প্রতি বাস্তবোচিত দৃষ্টি দেয় এবং উপলব্ধি করে সাহসী পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই তারা সাফল্য লাভ করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক গঠনের পরবর্তী ধাপে এবং সমাজের অন্য দিকগুলির অগ্রগতিতে কৃষি সংস্কার এক শক্ত ভিত তৈরি করে। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলিতে, উপকূলবর্তী প্রদেশগুলি থেকে অতি দূরবর্তী ভিতরে — চিনের সর্বত্র কতকগুলি নতুন নীতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার রূপায়ণ হয়েছে। এগুলি জীবনের সমস্ত দিক — অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উপরিকাঠামো এবং পারিবারিক বিষয় থেকে বিদেশ নীতিকে জড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি সংস্কার ব্যবস্থাকে প্রথমে পরীক্ষা ও অভীক্ষার মধ্যে ফেলা হয় এবং কার্যকরি প্রমাণ হলে পরে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়। দেঙ যেমন বলতে পছন্দ করেন : "প্রথমে নুড়িকে পরীক্ষা করে ও পা ফেলে নদী পার হও"।

আন্তর্জাতিক বাজারের কাছে চিনের উন্মুক্ত হওয়া দেঙ জিয়াওপিঙ 'এর সংস্কার কৌশল পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যার উদ্দেশ্য পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি নিয়ে বাইরে থেকে উন্নত প্রযুক্তি—বিশ্বের দূরত্ব ঘোচানোতে এটি সবচেয়ে কার্যকরি পথ বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সেনঝেন, ঝুহাই,

শানতো ও হাইনান-এর বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকাগুলিতে যে বিরাট মাপের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে তা সার্বিকভাবে চিনের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করেছে। যে সব এলাকা বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত তা উপকূল থেকে চিনের অভ্যন্তরে, সীমান্তবর্তী এলাকা ও নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দেশে এখন ৩২ কোটির বেশি মানুষের বাজার সহ ৩০০-টির বেশি মুক্ত অর্থনীতি শহর ও জেলা।

চিনের পশ্চিমদিকের আরও অনেক জায়গাতে খুব শীঘ্রই বাইরের বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। চিনের পূর্ব ও পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে আয়ের বৈষম্য, যা সাধারণভাবেই দুশ্চিন্তার বিষয়, কমাতে হবে। একটি উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন চিনের নতুন নীতি তার অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং কতকাংশে সংস্কৃতি ও চারুকলার কাজে এসেছে যদিও মাত্রাতিরিক্ত বাণিজ্যিককরণের যে ঝোঁক দেখা দিয়েছে তা কাটানো হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিনিময় অনেকাংশে সমাজকে সঠিকভাবে উন্নত করতে সাহায্য করেছে।

একটি শেয়ার বাজার, জমি কেনাবেচার বাজার, নতুন শ্রম বিধি, বড়ো মাপের আর্থিক ব্যবস্থা, উন্নত প্রযুক্তি এবং তথ্য আদানপ্রদান সহ এত কিছু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঘটে যাওয়ায় জনসাধারণের ধ্যান-ধারণাতেও অনুরূপ পরিবর্তন এসেছে। পুরোনো ধাঁচের অধিবেশনে আর সন্তুষ্ট না হওয়ায় অনেক বাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগঠন বিজ্ঞানের মতো প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করে। ১৯৯৪ সাল থেকে চার দশকের বেশি ধরে প্রচলিত শস্যসহ বেশিরভাগ পণ্যের রেশন কুপন আস্তে আস্তে উঠে গেছে। (পুরোনো স্মৃতিস্মারক সংগ্রহকারীর কাছে এই কুপনগুলি নতুন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে)। কেনাকাটা করতে গিয়ে মানুষকে লম্বা লাইনে আর অপেক্ষা করতে হয় না। অর্থনৈতিক সংস্কারের গতি অব্যাহত থাকায় চিনের পুরোনো পরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে।

এই উত্তরণ মোটামুটি স্থিতিশীল এবং সরকার সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ করার পরেও কোনো সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি।

অতএব সমাজতন্ত্র কী?

ষোলো বছরের সংস্কার সফল না বিফল তার শ্রেষ্ঠ বিচারক চিনের জনসাধারণ নিজেরাই। অনেকে নতুন সমস্যার অভিযোগ তোলেন, যেমন — মুদ্রাস্ফীতি, উপার্জনে ফারাক, অর্থ-আরাধনা, দুর্নীতি এবং তহবিল রাহাজানি যা অবশ্যই রুখতে হবে। কিন্তু চিনের মানুষের জীবনযাত্রার মান যে অনেক পরিমাণে বেড়েছে তা সামান্য কজনই অস্বীকার করতে পারে।

শহরবাসীদের মাথাপিছু আয় ১৯৭৮ সালে ৩১৫ ইউয়ান থেকে বেড়ে ১৯৯২ সালে ১৮২৬ হয়েছে যা মুদ্রাস্ফীতির হিসাব বাদে শতকরা ৬ ভাগ বার্ষিক গড় বৃদ্ধির দ্যোতক। কৃষকদের মোট আয় ১৩৪ ইউয়ান থেকে বেড়ে একই সময়ে ৭৮৪ ইউয়ানে দাঁড়িয়েছে — প্রতি বছরে শতকরা ৯ ভাগ বেড়ে। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯৯৩-র প্রথম তিন ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে বারো ও পাঁচে আবার উঠেছে। ১৯৭৮-এর তুলনায় চিনের নাগরিকদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫৩৮ গুণ বেড়েছে। ১৯৯২ সালে গ্রামাঞ্চলে গড় বাসযোগ্য জায়গা ২০ বর্গমিটারে পৌঁছেছে, শহরে এটি হয়েছে ৭.৩ বর্গ মিটার। চিনে মাথাপিছু ডিম, মাংস ও ভোজ্য-তেলের ব্যবহার এখন বিশ্বগড়ের সাথে তুলনীয়। টি ভি, রেফ্রিজারেটর ও অন্যান্য টেঁকসই পণ্য দেশের সর্বত্র ক্রমবর্ধমান সাধারণ দৃশ্য।

এসব সাফল্য, যার অনেকগুলিই পনেরো-ষোলো বছর আগে অচিন্ত্যনীয় ছিল, এরজন্য চিনের জনসাধারণকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হয়েছে বেশ কিছু মতাদর্শগত বাধা অতিক্রম করে। উন্নয়নের পথে দেশকে যে বহুসংখ্যক জটিল বাঁক ও মোড় নিতে হয়েছে তাকে প্রথমে না জেনে চিনের কৃতিত্বকে অনুধাবন করা অসম্ভব।

যখন পিপল্‌স রিপাবলিক অব চায়না ১৯৪৯-এ প্রতিষ্ঠিত হয় সে সোভিয়েত ধাঁচের পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করেছিল যা সেই সময় অনেকেই সমাজতন্ত্রের দিকে একমাত্র সম্ভাব্য পথ বলে মনে করেছিলেন। সমাজতন্ত্র গঠনে যদিও একসময়ে কর্তৃত্বমূলক অর্থনীতি (command economy) ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল, উৎপাদনের উপায়ের আরও বিকাশে এর নেতিবাচক প্রভাব পরবর্তী সময়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক নমুনা অনুসরণ করে চিন কীভাবে সমৃদ্ধি আনবে? এবং পরিশেষে, কীভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলিকে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগানো যাবে?

মাও জেদঙ-এর নেতৃত্বে এই বিষয়গুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী জমানাগুলি স্পষ্টতই এর একটি সমাধান দিতেও সমর্থ হয়নি। যদিও সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের একটি দীর্ঘায়িত ইতিহাস রয়েছে এবং কিছু কিছু সরকার ৭০ বছর ধরে এর ভিত্তিতে একে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছে। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সমাজতন্ত্র সত্যি সত্যি কী—এর সাধারণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। অর্থনীতির কিছু পাঠ্যবই সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনটি উপাদানের কথা বলেছে; জনসাধারণের মালিকানা, কাজ অনুযায়ী বণ্টন ও একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি। অতীতে কোনো প্রশ্ন না তুলে চিন এই আদর্শগুলি অনুসরণ করেছে এবং এই নীতিগুলি থেকে যে কোনো বিকৃতিকে মতবিরুদ্ধতা বলে মনে করেছে। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রকে সমতাবাদ বলে ভুল করা হয়েছে, এখনও যখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে দারিদ্র্য ও পশ্চাদ্‌গামিতা।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সচেষ্ট দেঙ জিয়াওপিঙ তাঁর পথে নানা বাধা থাকা সত্ত্বেও পরপর কতকগুলি পরীক্ষা চালান। তিনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির সমীক্ষা করেন এবং তাঁর সহজ ও স্পষ্ট বাক্‌ভঙ্গিতে সিদ্ধান্তে আসেন : "সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি হল উৎপাদন শক্তির মুক্তি ও বিকাশ, শোষণের অপসৃতি, ধনী-দরিদ্র মেরুকরণের বিলুপ্তি এবং শেষ পর্যায়ে সাধারণ সমৃদ্ধি।" পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্পর্কিত বহু ভুল ধারণা সম্বন্ধে দেঙ নির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করলেন : "একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের তুল্য নয় কারণ পুঁজিবাদেরও নিজের পরিকল্পনা আছে, বাজার অর্থনীতি পুঁজিবাদের তুল্য নয় কারণ সমাজতন্ত্রেরও বাজার রয়েছে। পরিকল্পনা ও বাজার দুই-ই অর্থনৈতিক উপায়।" এই শব্দগুলি অনেক মানুষের মনে নাড়া দেয়। অনেকেই এখন বুঝতে আরম্ভ করেছেন, সমাজতন্ত্রে মূল করণীয় কাজ হল সাধারণ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থনীতির বিকাশ ঘটানো। একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি আসলে আধুনিকতার দিকে যাওয়ার একটি উপায়। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল কীভাবে উৎপাদন শক্তিগুলি বিকশিত হয়, কীভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে শক্তি সঞ্চার করা যায় এবং কীভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি আনা যায়। "পুঁজিবাদের চেয়ে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য" দেঙ জনসাধারণকে উৎসাহিতও করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে "মানবজাতির সব সাফল্যগুলিকে আত্মস্থ করতে ও কাজে লাগানোতে ও পুঁজিবাদী দেশগুলিসহ সব দেশের সামাজিক উৎপাদনের আধুনিক আইনকানুনের প্রতিনিধিত্বমূলক উন্নত সংগঠন পদ্ধতির আয়ত্তিকরণ ও ব্যবহার"।